

★ ফিচার

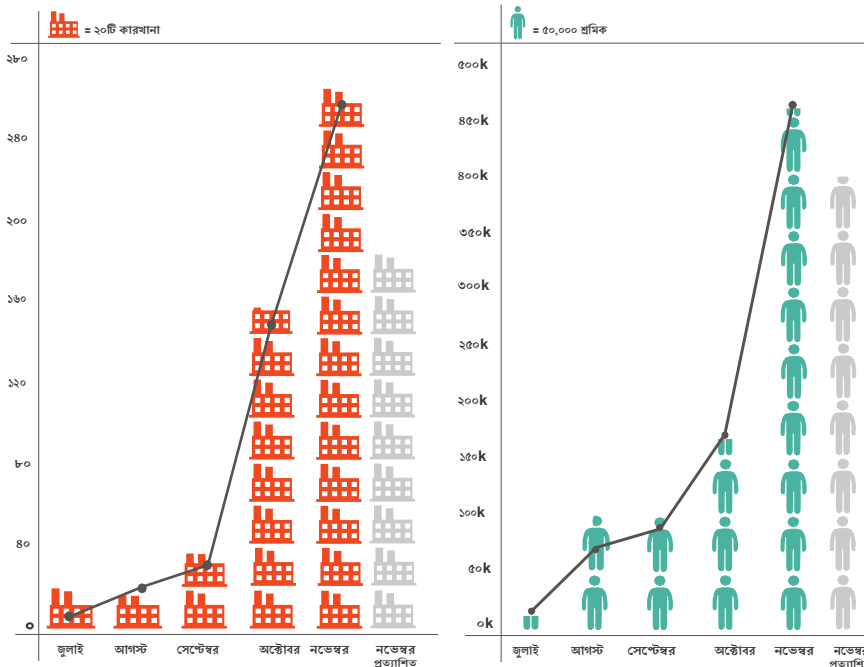
হেল্পলাইন ৫০ টি কারখানায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে
অতিরিক্ত কারখানাগুলোতে অ্যালায়েন্সের অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের
অংশ হিসেবে হেল্পলাইন পরিচিতিরূপের কাজ অব্যাহত রয়েছে

৫০ টি কারখানায় আমাদের কথা হেল্পলাইনের পরীক্ষামূলক পর্ব বর্তমানে শেষ, এখন শুরু
হয়েছে মূল্যায়ন কার্যক্রম। প্রথমদিককার ফলাফল ইতিবাচক। প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের
সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং দেখা গেছে যে তারা হেল্পলাইন সম্পর্কে জানেন, নম্বর সহ
হেল্পলাইনের কার্ড পেয়েছেন এবং তারা বোঝেন হেল্পলাইনের কার্ড কিভাবে ব্যবহার করতে
হয়।

হেল্পলাইন প্রজেক্ট টিম বর্তমানে গুরুত্ব প্রদান করছে কল ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ওপর, এবং
রিপোর্ট ও তদন্তের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিভাবে কল হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়াকে পরিমার্জন
করা যায় সে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে।

অ্যালায়েন্সের অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ টিম অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সারা নভেম্বর
জুড়ে হেল্পলাইন পরিচিতিরূপ অব্যাহত রাখে। ২০১৪ সালের শেষের দিকে অ্যালায়েন্স তার
দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণে ২৫০টিরও বেশি কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের
একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

জুলাই -নভেম্বরে হেল্পলাইনের ব্যবহার



আমাদের কথা: সফলতা এবং পরীক্ষামূলক পর্বের চ্যালেঞ্জসমূহ

আমাদের কথা হেল্পলাইনের জন্য এ বছরটি
খিলা অভ্যন্তর ঘটনাবলি একটি বছর। একটি
প্রারম্ভিক পরিচালনা বিধি ডিজাইন করার
পর আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম
জুলাই-এ। শ্রমিকদের ফোন দানে সহায়তা
করার লক্ষ্যে আমরা একটি প্রযুক্তিগত অবকাঠামো
গঠন করেছিলাম যেন শ্রমিকরা তাদের সমস্যার
কথা জানাতে পারে এবং আমরা তাদের সাথে
পূরনায় যোগাযোগ করতে পারি। কিভাবে
হেল্পলাইন ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ক আমরা
হাজার হাজার শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।
আমাদের কল হ্যান্ডলিং টিম হাজার হাজার টেট
কল এবং শত শত বাস্তবভিত্তিক নিরাপত্তা এবং
অন্যান্য বিষয়ক কল গ্রহণ করেছে। গুরুত্বসূর্ণ
বিষয় হলো আমরা সময় মতো শ্রমিক কর্তৃক
শণাকৃত সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য কারখানা
ম্যানেজার এবং অ্যালায়েন্সকে সরবরাহ করেছি
যা শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাপদ এবং
অধিকতরও মানবিক কর্মপরিবেশ
তৈরি করেছে।

পরিচালনার প্রথম ৫ মাসে আমাদের চলার
পথ অতটা মসৃণ ছিলোনা, স্বল্প সংখ্যক
কতিপয় কারখানা তাদের

কারখানায় হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে
অনিয়া প্রকাশ করে; আমরা আশা করবো
তাদের এই মনোভাব শীঘ্রই দূর হবে।
হেল্পলাইন কর্মসূচি সম্পর্কে ম্যানেজমেন্টকে
গঠনমূলক ধারণা প্রদান করে। শ্রমিক
এবং ম্যানেজমেন্টকে একটি গঠনমূলক
ধারণা প্রদান করে। শ্রমিক এবং
ম্যানেজমেন্টের আস্থা অর্জন করতে আমাদের
প্রশিক্ষণের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ার



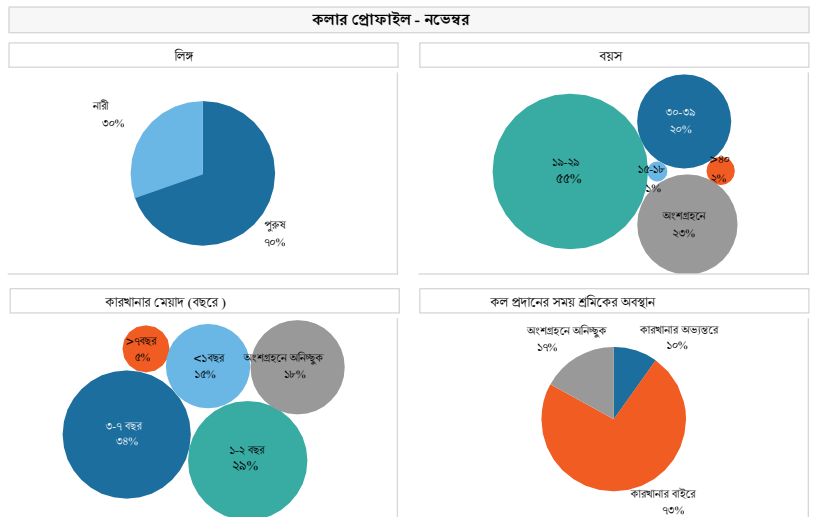
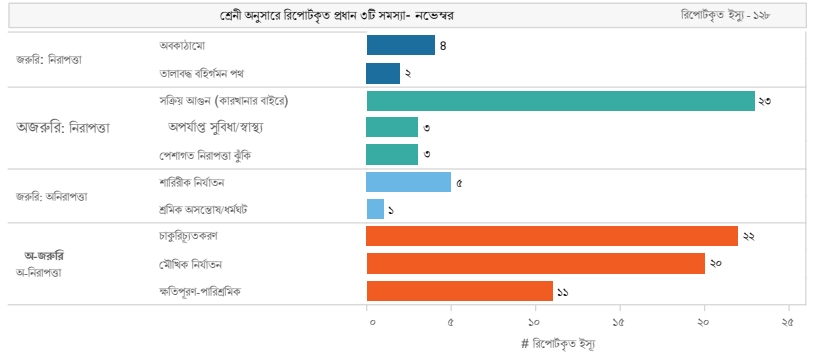
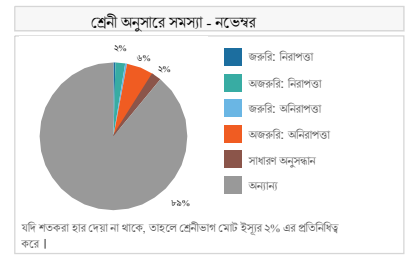
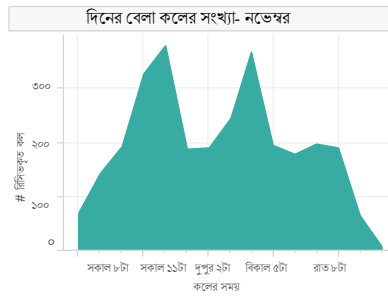
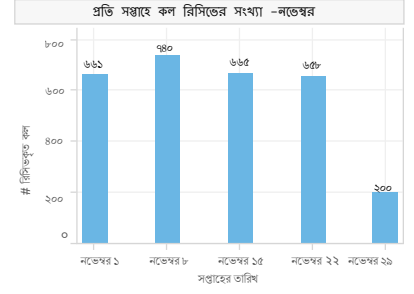
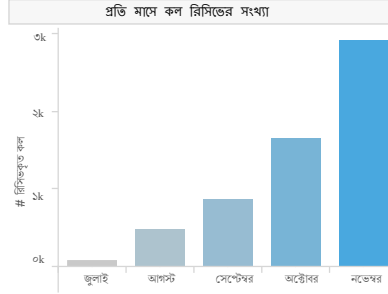
অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এমাসের তথ্যসমূহ

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

- নভেম্বরে মোট ১২ টি জরুরি সমস্যা আমাদের কথায় রিপোর্ট করা হয়েছে, তার ভেতর ছয়টি সমস্যা ছিলো শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত। এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত ছিলো কারখানার সংস্কার কাজ চলাকালীন সময় কারখানার অশুদ্ধতা এবং কারখানার বন্ধ বহির্গমন পথ নিয়ে উদ্বেগ। এই সমস্ব এবং অন্যান্য সমস্যা অ্যালায়েন্সে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং অ্যালায়েন্স বিষয়গুলো তদন্ত করে সুরাহা করেছে।
- বর্তমানে ১৫১ টি কারখানায় ৪৫০,০০ জনেরও বেশি শ্রমিক হেল্লাইন ব্যবহার করছে। ৫৯টি অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানার শ্রমিকরাও হেল্লাইন ব্যবহার করেছে।
- নভেম্বরে আজ পর্যন্ত আমাদের কথায় মোট কল এসেছে ২,৯২৪ টি।
- এমাসের অ্যালায়েন্স কারখানা থেকে বাস্তব সমস্যা বিষয়ক মোট ফোন এসেছে ১২৮ টি। এর ভেতর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কারখানার বাইরের আগুন ধরার ঘটনা, যেমন ওয়ারহাউস, বাজার এবং বসত বাড়ির আশেপাশে। শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতকরণ সংক্রান্ত রিপোর্টও এসেছে অনেক।
- আমাদের কথার অধিকাংশ কল ছিলো শ্রমিক এবং ম্যানেজার কর্তৃক করা টেস্ট কল, তারা আমাদের কথা সম্পর্কে জানার পর কিভাবে আমাদের কথা পরিচালিত হয়ে থাকে তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এই টেস্ট কল গুলো করে।
- বিগত মাসের কল প্রবণতা দেখলে বোঝা যায় যে শ্রমিকরা কারখানার বাইরে থেকে কল করতেই বেশি পছন্দ করে। সবচেয়ে বেশি কল আসে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। অক্টোবরের মতো নভেম্বরেও নারি কলার ছিলো ৩০%।

নোট: শ্রমিকদের দেখা তথা যাচাইয়ের সুযোগ কারখানাগুলোর রয়েছে, কারখানাগুলো তথ্য যাচাই শেষে এবং সে অনুসারে সাদা প্রদান শেষে অ্যালায়েন্সকে কলের বিস্তারিত উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে যেন অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানিগুলো সেই উপাত্তগুলো পেয়ে থাকে।

হেল্লাইন সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে পানের চিত্রগুলো দেখুন



* "সাধারণ অনুসন্ধানের" জন্য "ক্যাটগোরি ছাড়া" অবস্থা তুলে সমস্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত কল করা হয়েছে কলার প্রোফাইল উপাত্ত সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আজ পর্যন্ত অগ্রগতি

হেল্লাইনের আওতাভুক্ত

শ্রমিক: ৪৫৬,৯৭০

কারখানা: ২৫১

হেল্লাইন অ্যালায়েন্সে বহির্ভূত ৫৯ টি কারখানা থেকে ফোন রিসিভ করে। এই কল গুলো ওপরের কল ডলিউম গ্রাফে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু কলার প্রোফাইল চিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কল

রিসিভকৃত কলের সংখ্যা: ৬০০০

কল প্রদানের সংখ্যা: ৩,২৫৬



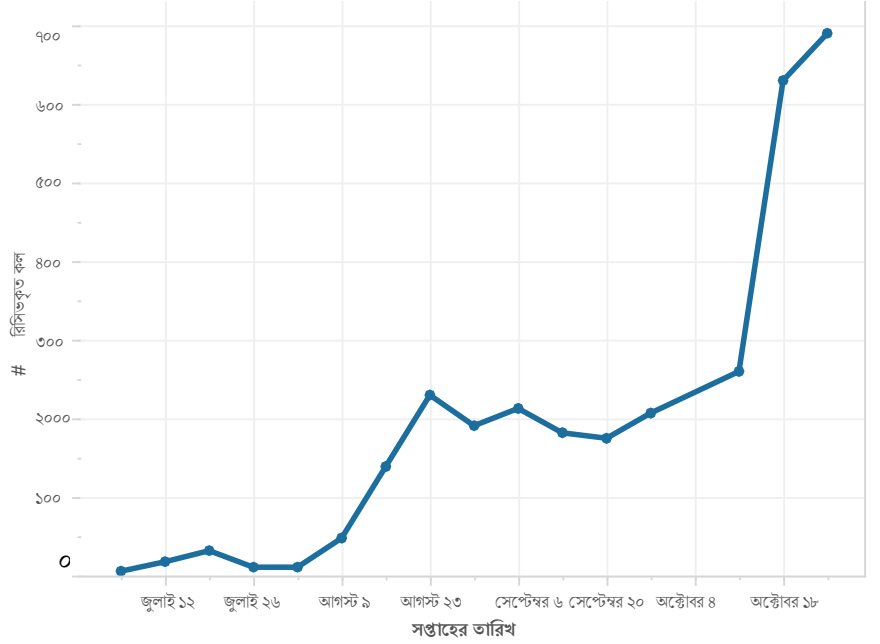
একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ: পরীক্ষামূলক পর্বের প্রবণতাসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

আমাদের কথার চার মাসের পরীক্ষামূলক পর্বে আমরা এর প্রবণতাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হেল্লাইনে যতগুলো কল এসেছে এই বিশ্লেষণে তার সবগুলোই পর্যালোচনা করা হয়েছে, এর ভেতর অ্যালায়েন্স এবং অ্যালায়েন্স বহির্ভূত উভয় কারখানার শ্রমিকরা ফোন দেয়। পরীক্ষামূলক পর্বে ১৪২ টি কারখানার ৬১৫,০০০ জনেরও বেশি শ্রমিক হেল্লাইনের আওতাভুক্ত হয়।

কল ভলিউম

- পরীক্ষামূলক পর্বে হেল্লাইন ৩,০৭৬ টি কল গ্রহন করে, এবং কারখানায়, শ্রমিকদের কাছে এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে রিপোর্টকৃত সমস্যাগুলো তদন্তের জন্য অতিরিক্ত ১৮,০০ কল করে আমাদের কথা। প্রতিটি বাস্তব-ভিত্তিক সমস্যার কেস শেষ হবার আগ পর্যন্ত হেল্লাইন স্টাফরা গড়ে চারটি অতিরিক্ত কল প্রদান করেছেন।
- পরীক্ষামূলক পর্বে কলের সংখ্যা প্রতিমাসেই ৮০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আংশিক কারণ হলো পরীক্ষামূলক পর্বের শেষ অর্ধেক সময়ে প্রচুর সংখ্যক কারখানায় আমাদের কথা চালু হয়েছিলো। তবে এই পর্বের প্রথম দিকে যে সমস্ত কারখানায় আমাদের কথা চালু হয়েছিলো সে সমস্ত কারখানা থেকে আসা কলের সংখ্যা পরীক্ষামূলক পুরো পর্ব জুড়ে একই রকম ছিলো।

প্রতি সপ্তাহে কল রিসিভের সংখ্যা



- পরীক্ষামূলক পর্বে শ্রমিকদের কল করার প্যাটার্ন প্রায় একই রকম ছিলো। শ্রমিকদের ভেতর সাধারণত দিনের বেলা কল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সবচেয়ে বেশি কল আসে দুপুরে এবং বিকেল চারটায়। এবং কারখানার বাইরে থেকেও কল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
- হেল্লাইন অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকেও কল গ্রহন করেছে। যেমন অক্টোবরে ৩১টি অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানার শ্রমিক আমাদের কথা ব্যবহার করেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে শ্রমিকরা কারখানার বাইরে তাদের পরিচিতদের সাথে আমাদের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে অথবা চাকরি পরিবর্তন করেও আমাদের কথা নির্দেশিকা কার্ডটি তারা তাদের সঙ্গে রেখে দিচ্ছে।
- অন্যদিকে, পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময়ে যে সমস্ত কারখানাগুলোতে আমাদের কথা চালু হয়েছিলো সে সমস্ত কারখানার বেশকিছু কারখানা থেকে আমাদের কথা কোনো ফোন কল গ্রহন করেনি। এ সমস্ত কারখানা থেকে কেন কোনো ফোন আসেনি সে বিষয়ে মূল্যায়ন চলছে। আমাদের কথা নির্দেশিকা কার্ড বিতরণে অথবা শ্রমিকদের আমাদের কথা কার্ড সঙ্গে রাখতে ম্যানেজমেন্ট বাধা প্রদান করেছে কিনা সে বিষয়ে হেল্লাইন যথেষ্ট সচেতন রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ শণাক্তকরণ এবং সমাধানের জন্য হেল্লাইন টিম কারখানা ব্যবস্থাপক এবং অ্যালায়েন্সের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

রিপোর্টকৃত ইস্যুসমূহ

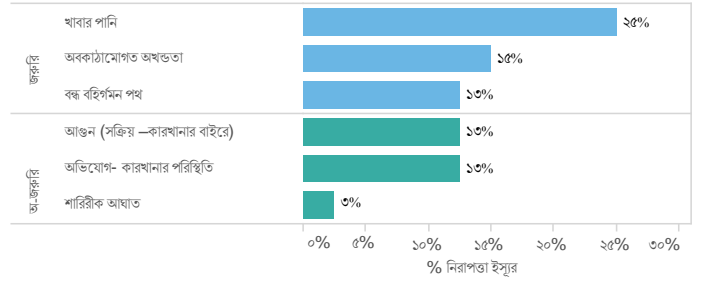
- পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় আমাদের কথায় মোট ২৫৫ টি বাস্তব সমস্যাভিত্তিক কল এসেছে। রিপোর্টকৃত সমস্যার সংখ্যা জুলাই মাসে ছিলো ৪ এবং অক্টোবরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৩।
- আমাদের কথার প্রাথমিক ম্যাডেট ছিলো শ্রমিকদের কাছ থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ক কল গ্রহন; পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় আমাদের কথায় এরকম ৪০টি ফোন আসে। জরুরি নিরাপত্তা সমস্যা বিষয়ক ফোন অনেক সময় এক সঙ্গে আসতো, এক সঙ্গে অনেক শ্রমিক একই সমস্যা নিয়ে ফোন দিতেন। পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রিপোর্টকৃত সমস্যা ছিলো কারখানার দূষিত

পরের পৃষ্ঠা দেখুন

পানি পান, যার ফলে কারখানায় অনেক শ্রমিক মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অ্যালায়েন্স স্টাফ কারখানার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই সমস্যাটি নিয়ে যোগাযোগ করেন এবং শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও মেডিকেল সার্ভিস নিশ্চিত করেন। পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় কারখানার অবকাঠামোগত অক্ষমতা এবং বহির্গমন পথ নিয়েও সমস্যা ছিলো।

- নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা ছাড়াও অনেক শ্রমিক শ্রম এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আমাদের কথায় ফোন দেন। পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় অ-নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে মোট ফোন আসে ২১৫টি। তার ভেতর সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে ফোন আসে তা হলো ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক, অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতকরণ এবং কর্মস্থলে শ্রমিকদের মৌখিক নির্যাতন বিষয়ক।

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান তিনটি সমস্যা

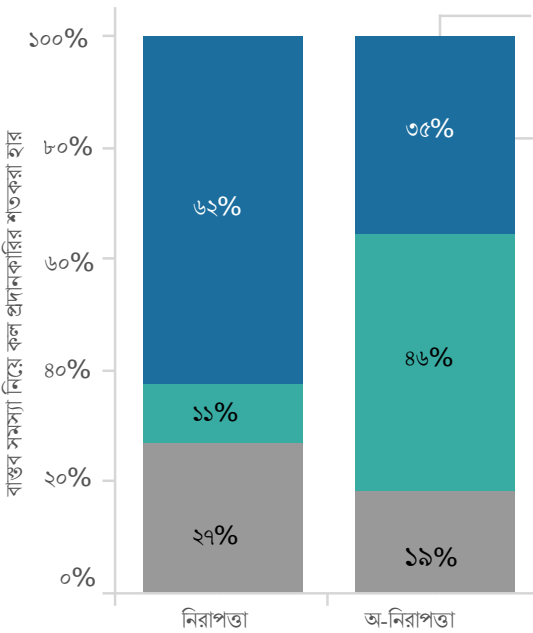


তা হলো ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক, অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের

হেল্পলাইন ব্যবহারকারি

- পরীক্ষামূলক পর্বে হেল্পলাইনে ফোন প্রদানকারির প্রতি তিনজনের একজন ছিলেন নারী শ্রমিক। তবে এটিকে নারী পুরুষের সঠিক অনুপাত হিসেবে ধরা যায়না কেননা নারী শ্রমিকের হয়ে পুরুষরা ফোন দিয়েছেন এমন অনেক উদাহরণ আছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারি নারী শ্রমিকের সংখ্যা হয়ত কম কিংবা নারী শ্রমিকদের ভেতর ফোনের ব্যবহার অতটা প্রচলিত নয়, এটিও একটি অন্যতম কারণ হতে পারে।
- নারী বনাম পুরুষ কতক রিপোর্টকৃত সমস্যার ধরণের ভেতর পরিসংখ্যানগত কোনো পার্থক্য নেই। ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতকরণ এবং কর্মস্থলে শ্রমিকদের মৌখিক নির্যাতন এই তিনটি প্রধান ইস্যু নিয়ে নারী পুরুষ উভয়ই ফোন দিয়েছেন। ডেমোগ্রাফিক তথ্য প্রদানে অনিশ্চুক নারী পুরুষের অনুপাত প্রায়ই একই।

অভ্যন্তরীণ গ্রিভেন্স ম্যাকানিজমের ব্যবহার



প্রথম ব্যবহার:



- প্রতি দুইজন কলারের একজন হেল্পলাইনে ডেমোগ্রাফিক তথ্য প্রদানে ইচ্ছুক, যেমন তাদের বয়স, নাম, কারখানা শাখাকারি নম্বর এবং কোন জায়গা থেকে ফোন দিচ্ছে এইসব তথ্য। পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় পর্যন্ত এই প্রবণতা প্রায় একই রকম ছিলো।

• অনেক শ্রমিক প্রথমে তাদের কারখানার গ্রিভেন্স মেকানিজম ব্যবহারের পর আমাদের কথার সাথে যোগাযোগ করেন। পরীক্ষামূলক পর্বে যতগুলো শ্রমিক আমাদের কথায় ফোন দিয়েছেন তার ভেতর ৪০% শ্রমিক ওই বিষয়টি প্রথমে তাদের কারখানার কাউকে অবহিত করেছেন। কারখানায় যারা বেশিদিন যাবত কাজ করেছেন তারা কারখানায় আগত নতুনদের তুলনায় এই প্রক্রিয়াটি বেশি মেনে চলেছেন। তবে মজার ব্যপার হল, শ্রমিকরা নিরাপত্তা বহির্ভূত বিষয়ের চেয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে এই অভ্যন্তরীণ ম্যাকানিজম এড়িয়ে সরাসরি হেল্পলাইনে ফোন দিয়ে থাকেন। শ্রমিকরা আমাদের কথায় টেস্টকল এবং সাধারণ অনুসন্ধানমূলক কল দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন।

- পরীক্ষামূলক পর্ব চলাকালিন সময় টেস্ট কল হিসেবে ফোন দিয়েছিলেন এরকম ৩০ জনেরও বেশি শ্রমিক পুনরায় ফোন দিয়েছিলেন বাস্তব সমস্যা রিপোর্ট করার জন্য।

যে সমস্ত কারখানাগুলোতে পরীক্ষামূলক পর্ব চলছে সেগুলোতে সক্রিয়ভাবে পোস্ট-লাঞ্চ মূল্যায়ন চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের কথা। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহন এবং স্বয়ংক্রিয় ফোন-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার (ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স টেকনলজি ব্যবহার করে) যা ডিজাইন করা হয়েছে শ্রমিক এবং ম্যানেজাররা আমাদের কথা সংক্রান্ত কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে, এই দুটি পদ্ধতিতে মূল্যায়ন চলছে। এই সমস্ত মূল্যায়ন হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উপাত্ত সংগ্রহ অব্যাহত থাকবে যা বিদ্যমান হেল্পলাইন প্রশিক্ষণ, কল গ্রহন এবং রিপোর্টিং প্রটোকল উন্নয়নে সহায়তা করবে।

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশিদারিত্ব- ক্রিমার ভয়েস, কান গ্রুপের (Chan Group) একটি প্রজেক্ট যা হট লাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি, একটি স্বনামধন্য সুশীল সমাজ সংগঠন যা বাংলাদেশের শ্রমিক এবং শ্রমিকদের পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে; এবং গুড ওয়ার্ল্ড সল্যুশনস (জি ডব্লিউএস) একটি অলাভজনক সংগঠন যার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার -লেবার লিংক- যা ১০০,০০০ জন শ্রমিকের কাছে পৌঁছে গেছে । প্রত্যেকটি অংশিদারই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লায়েন্স প্রোগ্রাম গঠন করেছে



কারখানাগুলোতে আমাদের কথা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিমার্জন করতে হয়েছিলো । আমাদের প্রমুক্তি অবকাঠামাকে আরও বর্ধিতকরণ করতে হয়েছিলো কেননা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা বাংলাদেশের একটি সাধারণ ঘটনা ।

পাইলট ফ্যাক্টরির ১০% শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়ার যে লক্ষ্য ফুলকি নির্ধারণ করেছিলো ফুলকি সে লক্ষ্য অতিক্রম করতে পেরেছে । (এরপর লিড ট্রেনার/পিয়র বাদবাকি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন) এবং শ্রমিকদের কলের জবাব দিতে ফুলকি হেল্পলাইন প্রতিনিধি টিম গঠন করে ।

কল গ্রহন, কল বিশ্লেষণ এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য গুড ওয়ার্ল্ড সল্যুশন একটি ব্যবহারিক এবং কার্যকরী টেকনলজি প্ল্যাটফর্ম গঠন ও বিবর্ধন এবং হেল্পলাইন ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত জরিপের জন্য গুড ওয়ার্ল্ড সল্যুশন ভাণ্ডারপূর্ণভাবে তার ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রিকর্ডিশন টেকনলজির ব্যবহার শুরু করে ।

ক্রিমার ভয়েস গ্লোবাল প্রজেক্টটিমের সমন্বয় এবং সমর্থন প্রদান করে, বহু বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের কারখানার শ্রমিক এবং ম্যানেজারদের ভেতর আস্থা গড়ে তোলে ক্রিমার ভয়েস । শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা প্রদানে কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রত্যেকটি টিম সম্মিলিতভাবে অবদান রেখেছে ।

আমাদের কথা হেল্পলাইন পরিচালনা করতে গিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসটি আমরা শিখতে পেরেছি?

উত্তর খুব সাধারণ ।

সমস্যার কথা জানানোর জন্য শ্রমিকদের যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে তার একটি অন্তর্নিহিত মূল্যই যে কেবল রয়েছে তা নয়, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য পরিস্থিতি উন্নয়নেও এর একটি বাস্তবিক প্রভাব রয়েছে ।

ডউগ ক্যান, ক্রিমার ভয়েস